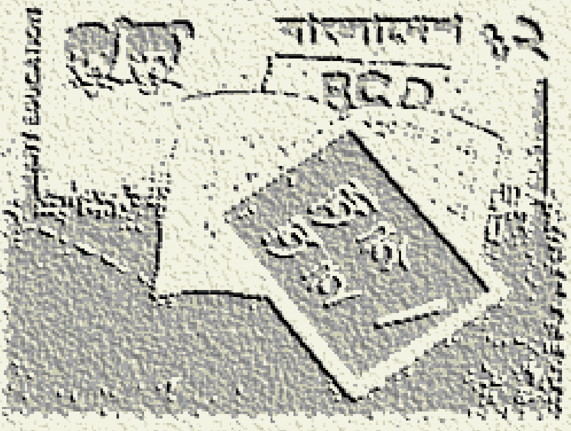

দূর প্রবাসে বাংলা শেখার পরিবেশ

মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন

swapan

দূর প্রবাসে বাংলা শেখার পরিবেশ

জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে বিপুল সংখ্যক বাংলা ভাষাভাষী (বঙ্গসন্তান) বিদেশে অস্থায়ী কিংবা স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বাংলা তাদের প্রিয়ভাষা হলেও তাঁদের সন্তানদের কাছে প্রধান ভাষা নয়। তদুপরি, প্রতিকূল পরিবেশেও অনেক ছেলেমেয়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা শেখে। আবার অনেকে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে বাংলা শেখার সুযোগ থেকে বন্চিত হয়। অথচ, বঙ্গসন্তান-এর আত্মিক সংযোগের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বাংলা; আর প্রবাসী ও অভিবাসী ছেলেমেয়েরা তাঁদেরই প্রতিনিধি। সর্বোপরি, বাংলা একটি পরিপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী ভাষা। বর্তমান নিবন্ধে প্রবাসী ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখার প্রয়োজনীয়তা, সাধারণ প্রতিবন্ধকতা এবং তাদের উপযোগী বাংলা শেখার পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

মনের ভাব প্রকাশ করতে আমরা যা কিছুবলি বা লিখি তাই তো ভাষা। মা-বাবা বাংলা ভাষাভাষীহলেও যে সব ছেলেমেয়ে আমেরিকা, কানাডা, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি দেশে জন্মগ্রহণ করেছে কিংবা শৈশবকাল থেকে অবস্থান করছে, মাতৃভাষা না হলেও English (ইংরেজী) তাদের প্রধান ভাষা। অনেক মা-বাবা নিজেদের মধ্যে এবং স্বদেশী বন্ধুমহলে বাংলা ব্যবহার করলেও ছেলেমেয়েদের বাড়তি চাপ দেওয়া ঠিক হবে কি-না ভেবে তাদের সাথে ইংরেজীবলেন, কিংবা কথোপকথনে তাদের ইংরেজীতে জবাব শুনে সন্তুষ্ট থাকেন। অথচ, সকলের অগোচরে এই ছেলেমেয়েরা ক্রমশঃ বাংলা ভাষা শেখা কিংবা চর্চার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কিছুকাল রুটিনমাফিক চলার পর তাদের আত্মবিশ্বাস আরো কমে যায়। ফলে তারা বাংলা শুনতে বা বলতে কষ্টবোধ, এমনকি বিরক্তিবোধ করে। ভাষার সাথে ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু মা-বাবার অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে প্রবাসী ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাংলার জন্য ভালবাসা গড়ে উঠতে পারেনা।

শব্দসম্ভার, ব্যাকরণ ও রচনাশৈলী বিবেচনায় বাংলা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা, যার কথ্যরূপ ছাড়াও রয়েছে সহস্রাধিক বছরের পুরনো লেখ্যরূপ। যুগ যুগ ধরে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন গুণী কবি-সাহিত্যিকেরা: বঙ্কিমচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজীনজরুল ইসলাম, সুকুমার রায়, জীবনানন্দ দাশ, জসীম উদ্দীন তাঁদেরই কয়েকজন। তাঁদের লেখনীতে বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, কল্পনাবিলাস, সমাজ ও প্রকৃতির কথায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশ ঘটেছে। সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে সফল পদচারণা ছাড়াও ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন সারা বিশ্বে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভাষা আন্দোলন ও রক্তদান পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ এবং প্রেরণার উৎস বিবেচিত হয়। ইউনেস্কো (UNESCO) তারই স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আখ্যায়িত করেছে। অতএব, বাংলা ভাষার মর্যাদা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বিবেচনায় বাংলা বর্তমান বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় একটি ভাষা। বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গেতো বটেই, উত্তর আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, সিংগাপুর ইত্যাদি দেশে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বঙ্গসন্তান স্বদেশীদের মধ্যে বাংলায় ভাব বিনিময় করে থাকেন। হারভার্ড(Cambridge MA)-, কলাম্বিয়া (NY)-ইউনিভারসিটি ছাড়াও নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া (PA), আরলিংটন (VA), শিকাগো (IL), লা-জোল্লা (CA), টরোন্টো (কানাডা), লন্ডন (যুক্তরাজ্য)- এর বিভিন্ন ইউনিভারসিটিতে যেসব বিদেশী ভাষা শেখানো হয় বাংলা তাদের অন্যতম।

প্রবাসে অবস্থানকালে ছেলেমেয়েরা যে মানের ইংরেজী শেখে, যেভাবে শব্দচয়ন ও উচ্চারণ করে এবং যে দ্রুততায় কথা বলে, তা অনভ্যস্তযে কোন শ্রোতার পক্ষে দূর্বোধ্য হওয়া স্বাভাবিক। বাংলাদেশে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে ইংরেজী শেখানো হলেও দেশে

অবস্থানকারী আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই ইংরেজী কথোপকথনে অভ্যস্ত কিংবা পারদর্শীনন। এমতাবস্থায় প্রবাসী ছেলেমেয়েদের সাথে দেশে অবস্থানরত আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির আশংকা থাকে, যা কোন সুস্থ, বিবেচনাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন।

প্রবাসী ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে ছোটবেলা থেকেই বহুভাষাভাষী হবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রয়শঃ তাদেরকে অতিরিক্ত ভাষা/ বিদেশীভাষা কোর্স গ্রহণ করতে হয়। আমেরিকার অধিকাংশ স্কুলে স্প্যানিশ এবং কানাডার বহু স্কুলে ফরাসী ভাষা শেখানো হয়। জানা গেছে, মা-বাবা যদিও বাংলা ভাষাভাষী, বাড়িতে স্প্যানিশ/ফরাসী ভাষা চর্চার সুযোগ না থাকা সত্বেও native ছেলেমেয়েদের তুলনায় বাংলা ভাষাভাষীপরিবারের ছেলেমেয়েদের ফলাফল বেশ ভাল। সাম্প্রতিককালে ভাষা-গঞান চাক্রিপ্রার্থীর জীবন-বৃত্তান্তের একটি গুরুত্বপুর্ণ ও আকর্ষণীয় অংশ হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। বিশেষতঃ যে সব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সাথে বানিজ্যিক লেনদেন কিংবা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে, সেখানে বহুভাষাভাষীদের কদর বেশী। বঙ্গসন্তানের প্রতিনিধিরা কর্মজীবনে বাংলা ভাষাভাষীদের সাথে ইংরেজী ছাড়াও প্রয়োজনে বাংলায় বাক্যালাপ করতে পারবে, তা আশাতীত কিছু নয়। বাড়তি ভাষাদক্ষতাই শুধু নয়, মা-বাবার প্রিয় ভাষা, প্রাণের ভাষা ছেলেমেয়েরা শিখতে পারলে নিশ্চয়ই তা গর্বের বিষয়। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা তথা বঙ্গীয় সংস্কৃতির যে মর্যাদা ও অশেষ গুরুত্ব আছে, তা অনুধাবন এবং তার প্রসারের জন্যও বাংলা ভাষা শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন। আর যেসব মা-বাবা তাঁদের প্রবাস মেয়াদ বিষয়ে অনিশ্চিৎ কিংবা সন্ধিহান বাংলা না শিখলে তাঁদের সন্তানেরা দেশে ফিরে গুরুতর অসুবিধা এমনকি চরম হতাশার শিকার হতে পারে। যেমন, মা বা বাবার তিন-চার বছর-মেয়াদী উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ গ্রহণ পেশাগত উন্নতিতে সহায়ক হলেও, প্রবাসীশিশুর জাপানে প্রাথমিক শিক্ষালাভ কোন কাজে না-ও আসতে পারে। দূরদেশের প্রতিকূল পরিবেশে বাংলা শেখানো সহজ ব্যাপার নয় বলে কোন মা-বাবা দায়মুক্ত বোধ করতে পারেন, কিন্তু এতে

সম্মানিত বোধ করার কিছু নেই। কেননা, সদিচ্ছা থাকলেই ছেলেমেয়েদের বাংলা চর্চায় উৎসাহিত করা সম্ভব।

একথা অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ মা-বাবা দৈনন্দিন ব্যস্ততার কারণে ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। সঙ্গত কারণেই তাঁদের অগ্রাধিকার বিবেচনা করতে হয়। অথচ, কোন সচেতন মা-বাবা বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিক কার্যক্রমকে পুনর্বিন্যস্তকরতে পারেন। যেমন, অনেকে বিশ্রাম/ বিনোদন (কিংবা প্রিয় আড্ডা) কমিয়ে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই-তিনবার প্রতিদিন এক/আধঘন্টা করে সময় ব্যয় করতে পারেন। অথচ, উপযুক্ত তাগিদ এবং উদ্যোগের অভাবে অনেকের ইচ্ছা থাকলেও উপায় হয় না। একথা ভুলে গেলে চলবেনা যে প্রবাসী ছেলেমেয়েদের পক্ষে বাংলা শেখা বেশ কষ্টসাধ্য; শুরুর কষ্টবোধ ও একঘেঁয়েমি কাটাতে নিয়মিত তদারকি, উৎসাহ প্রদান তথা ‘অভ্যাস‘-এর বিকল্প নেই। কম্পিউটার প্রযুক্তির এই স্বর্ণযুগে নতুনতর শিক্ষা উপকরণ যেমন, ইন্টারনেট বা কমপ্যাক্ট ডিস্ক (CD)- এর সহায়তা নিতে পারেন অনেক অভিভাবক, কিংবা তাঁদের ছেলেমেয়েরা। হাতে-গোণা কিছু শিক্ষামূলক সিডি বাজারে এসেছে, এবং অল্পবিস্তর বানিজ্যিক সাফল্য লাভ করেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগে বাংলা শিক্ষা-সহায়ক ইন্টারনেট সাইট রয়েছে। কিন্তু বিষয়বস্তু চয়ন কিংবা উপস্থাপন-পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত না হওয়াতে সেগুলির ব্যবহার এখনও সীমিত।

যে কোন ভাষার মত বাংলা ভাষার অবিচ্ছেদ্য উপাদান হলো পড়া, লেখা ও কথোপকথন (তথা প্রয়োগ); যে কোন পর্যায়েই ছেলেমেয়েদেরকে এই তিনটি উপাদানের ব্যবহারে অভ্যস্ত করতে হবে। শিক্ষার্থীর সাধারণ আগ্রহ, বয়স, গ্রহণক্ষমতা তথা পূর্বজ্ঞান বিবেচনায় রেখে তাদের শেখাতে হবে। প্রচলিত আদর্শলিপি কিংবা পাঠ্যবই স্টাইল অনুসরণ না করে কিছুটা নতুন কৌশলের আশ্রয় নিলে বাংলা শেখা আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ছোট ছেলেমেয়েরা অন্যদের পড়া-লেখা কিংবা কর্ম (performance) দেখলে নিজেদের মধ্যে আগ্রহ কিংবা প্রতিযোগিতার

মনোভাব বৃদ্ধি ঘটে। ফলে ছোট বা বড় গ্রুপে মিলে-মিশে শিখলে অন্য সব কিছুর মত বাংলাও দ্রুত শিখতে পারে। অতএব, মা-বাবা নিজেরা তদারক করলেও কোন সুসংগঠিত স্কুল কিংবা বন্ধু-স্বজনদের সহায়তায় ঘরোয়া ক্লাসের ব্যবস্থা (তা প্রতিমাসে একবারের জন্য হলেও) ছেলেমেয়েদের জন্য একটি অত্যন্ত কার্যকর উদ্দীপক বটে।

মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন
সেপ্টেম্বর ৩০, ২০০২